কৃষ্ণভক্তিতে পেঁয়াজ-রসুন নিষিদ্ধ কেন?

কৃষ্ণভক্তিতে পেঁয়াজ-রসুন নিষিদ্ধ কেন?

ভাষান্তর
মূর্তিমান মাধব দাশ

Vedic Oasis for Inspiration, Culture and Education (VOICE)
No 2 Golap Sing Lane, Nandankanon, Chittagong.
Contact : 01876-630171, 01845-812889
E-mail : pandit.gadadhar.jps@pamho.net
web : www.iyfctg.com

VOICE expresses its gratiude to the Baktivedanta Book Trust (B.B.T), for the use of the verses, quotes, purports, pictures and letters from His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada's works.

সমর্পণ

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি
এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
প্রতিষ্ঠাতা আচার্য ঃ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন)

কৃষ্ণভক্তিতে পেঁয়াজ-রসুন নিষিদ্ধ কেন?

অনেকেই প্রশ্ন করে কেন আপনারা (নিরামিষ/প্রসাদ ভোজীরা) পেঁয়াজ-রসুন খান না? যেহেতু এ বিষয়ে অনেক প্রশ্ন রয়েছে তাই আমি একটি গ্রন্থে প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ উপস্থাপনের গুরুত্ব অনুভব করেছি। শ্রীমৎ জনানন্দ গোস্বামী মহারাজ ইমেইলে নিম্মোক্ত তথ্য প্রদান করেছেন।

পেঁয়াজ-রসুন উত্তেজক এবং নিষিদ্ধ

ভারতীয় ব্যক্তি ঃ উচ্চ রক্তচাপ কমানোর জন্য রসুন সর্বোৎকৃষ্ট।
প্রভুপাদ ঃ রসুন?
ভারতীয় ব্যক্তি ঃ রসুন, আপনারা তা খান না (হাসি)
প্রভুপাদ ঃ পেঁয়াজ-রসুন, নিষিদ্ধ।
(কক্ষে কথোপকথন-- অক্টোবর ৯,১৯৭৬, আলিগড়)
সংবাদিক (৬) ঃ পেঁয়াজের কি সমস্যা?
প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ, পেঁয়াজও খুব উত্তেজক।
(সাংবাদিকদের সাথে কথোপকথন --- মার্চ ২৫,১৯৭৬, দিল্লী)
(শ্রীল প্রভুপাদ বহুবার তাঁর শিষ্যদের পেঁয়াজ-রসুন বর্জন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন)

অনেকেই প্রশ্ন করে, কৃষ্ণভক্তরা পেঁয়াজ-রসুন খায় না কেন? পেঁয়াজ-রসুন ও তো উদ্ভিদ। পেঁয়াজ-রসুনের কি দোষ? অবশ্য, কেবল কৃষ্ণভক্তরাই নয়, বহু জৈন, বৌদ্ধ, বহু হিন্দু এবং এমনিক কিছু খ্রিষ্টানও পেঁয়াজ-রসুন পরিহার করেন।

কয়েক বছর পূর্বে ব্যাক টু গডহেড ম্যাগাজিনে এই প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছিল।

প্রশ্ন ১ ঃ মাংসাহার বিষয়ে নিষিদ্ধতা আমার বোধগম্য। কিন্তু পেঁয়াজ-রসুন খেলে কি দোষ? ঠিক আছে মাছ মাংস খেলে নৃশংসতা হয়, কিন্তু একটা পেঁয়াজ বা রসুনের এবং আলু বা অন্য কোন সবজি কাটার ক্ষেত্রে তো নৃশংসতার কিছু নেই। পেয়াঁজ-রসুন খাওয়া কি পাপ?

প্রশ্ন কর্তা ঃ রঞ্জিত শর্মা, ডারবান, দক্ষিণ আফ্রিকা

উত্তর ঃ পেঁয়াজ-রসুন জীবের চেতনাকে প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত করে। কেন? কারণ যজ্ঞ, রজো এবং তমোস্তণ প্রত্যেকে জীবকে প্রভাবিত করে- মানুষ, পশু-পাখি,

বৃক্ষলতা-- এবং বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে প্যারিসে পেঁয়াজ-রসুন প্রকৃতির নিম্নতর গুণ যথা রজো ও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত।

আধ্যাত্মিক জীবনে সত্ত্বগুণের অনুশীলন করতে হয় এবং নিম্ন গুণাবলী বর্জন করতে হয়। বৃহত্তর অর্থে, যে কার্যগুলো আমাদের আধ্যাত্মিক প্রগতিকে বাধাগ্রস্থ করে তা হল পাপ। রজো ও তমোগুণের খাদ্যগুলো আমাদের কৃষ্ণচেতনাকে ক্ষতিগ্রস্থ করে বিধায় বৈষ্ণব আচার্যগণ তাদের অনুসারীদের পেয়াঁজ-রসুন পরিহার করার শিক্ষা দিয়েছেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, কৃষ্ণভক্তির অনুশীলনকারী হিসেবে আমরা কেবল কৃষ্ণ প্রসাদই আহার করি এবং মহান কৃষ্ণভক্তগণ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ পেয়াঁজ-রসুন গ্রহণ করেন না। পেঁয়াজ ভোজী ব্যক্তির নিঃশ্বাস এবং ঘর্ম বহু মানুষের মৃত্যুর জন্য যথেষ্টা।

প্রশ্ন ২ ঃ পেঁয়াজ-রসুন খেলে তা আমাদের চেতনার উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু এর প্রমাণ কি? পেঁয়াজ-

রসুন তো সবজি, তাছাড়া মাছ-মাংস, পেঁয়াজ-রসুন যে রজো-তমোগুণ সম্পন্ন তা তো গীতায় উল্লেখ নেই, তাহলে আপনার। এগুলো খান না কেন?

উত্তর ঃ চুতরা-ধুতুরা ও তো পাতা, তাহলে তা খান না কেন? শেয়াল-কুকুরের দুধ ও তো দুধ, খান না কেন? অ্যালকোহল বা অন্য কোন খাদ্য থেকে তৈরি, সকলে খায় না কেন? মূল কথা এমন অনেক দ্রব্য আছে যেগুলো আমাদের শরীরের জন্য অনুপযোগী বিধায় আমরা সেগুলো গ্রহণ করি না। যেমন, হেমলক বিষ উদ্ভিজ হলেও তা আহার্য হিসেবে বর্জন করা হয়। একইভাবে, পেঁয়াজ-রসুন শরীরের জন্য অনুপযোগী, তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তি তা বর্জন করে।

পেঁয়াজ-রসুন যে, রজো-তমোগুণ সম্পন্ন তা গীতায় উল্লেখ থাকার প্রয়োজন নেই ঃ

ভগবদ্‌গীতায় কৃষ্ণ বলেছেন-

কুটম্ললবণাত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণরুক্ষ বিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখ শোকাময় প্রদাঃ ॥

"যে সমস্ত আহার অতি তিক্ত, অতি অম্ল, অতি লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি শুষ্ক, অতি প্রদাহকর এবং দুঃখ, শোক ও রোগপ্রদ, সেগুলো রাজসিক ব্যক্তিদের প্রিয়।"

পেঁয়াজ-রসুন এ ধরণের খাদ্যের আওতাভুক্ত অতি তীক্ষ্ম বা ঝাঁঝালো, যা আহারের বলে আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ চলে যায়। এখানে আলাদা করে খাবারের নাম উল্লেখ না করে খাবারের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে তার ক্ষতিকর দিক তুলে ধরা হয়েছে। তাই পরোক্ষভাবে তা পেঁয়াজ-রসুনের মতো রাজসিক খাবারকেই নির্দেশ করছে। ডাক্তার রোগীকে বলতে পারেন যে, টক এবং ঝাল জাতীয় খাবার খাওয়া যাবে না, খেলে ঔষধে ক্রিয়া করবে না। এখন, কোন কোন খাবার টক এবং ঝাল, ডাক্তারকে তার সুবৃহৎ তালিকা বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। একইভাবে, কৃষ্ণকে রজো-তমোগুণ সম্পন্ন পৃথিবীর সমস্ত খাবারের তালিকা গীতায় বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। বাস্তবিক যারা মাছ-মাংস, পেঁয়াজ-রসুন

খাচ্ছে, তাদের কার্যকলাপ দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে, পেঁয়াজ-রসুন রজো-তমোগুণের সম্পন্ন।
হেমলক নামক বিষ খেয়ে সক্রেটিসের মৃত্যু হয়েছিল, সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিশ্চয়ই হেমলক খেয়ে দেখবেনা যে, তা খেলে তারও মৃত্যু হয় কিনা। হেমলক খেলে যেহেতু মৃত্যু হয়, সুতরাং তা বিষ, একইভাবে পেঁয়াজ-রসুন খেলে কাম-ক্রোধ **(কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভব-**গীতা৩/৩৭) বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ তা উত্তেজক। সুতরাং তা রাজসিক ও তামসিক।

চেতনা ঃ পেয়াঁজ-রসুন আহার আমাদের চেতনার ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। এই জগতের প্রতিটি বস্তুই প্রকৃতির তিন গুণের কোনো না কোনো গুণের অধীন। পেয়াঁজ-রসুনের মধ্যে রজো ও তমোগুণের আধিক্য রয়েছে। তা আমাদের চিত্ত চঞ্চল করে ও উত্তেজনা বৃদ্ধি করে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৩/৩৭) বলা হয়েছে যে, রজোগুণ

থেকে সমুদ্ভুত কামই মানুষকে পাপে প্রবৃত্ত করে। রজোগুণ থেকে লোভ, তমোগুণ থেকে অজ্ঞান, প্রমাদ, মোহ উৎপন্ন হয়। (গীতা ১৪/১৭)। তাই, রজো-তমোগুণের প্রভাবে পাপে প্রবৃত্ত না হয়ে বরং পরমার্থ লাভের জন্য ইন্দ্রিয়-সংযমে আগ্রহী, তাদের পেঁয়াজ-রসুন অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

ইতিহাস ঃ পেঁয়াজ-রসুনের উৎপত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রে বেশ কয়েকটি বর্ণনা পাওয়া যায় নিচে তার কয়েকটি উল্লেখ করা হল ঃ
আয়ুর্বেদ অনুসারে যখন ভগবান বিষ্ণু মোহিনী অবতাররূপে দেবতাদের অমৃত প্রদান করার জন্য আর্বিভূত হয়েছিলেন, তখন, রাহু ও কেতু নামে দুই অসুর লুকিয়ে দেবতাদের সারিতে বসেছিল। কোন ভাবে মোহিনীরূপী ভগবান রাহু ও কেতুর মুখেই অমৃত প্রদান করলেন। তখন চন্দ্র ও সূর্যদেব তৎক্ষণাৎ ভগবানকে অবহিত করলেন যে, আসলে ঐ দু'জন হচ্ছে অসুর।

তৎক্ষণাৎ ভগবান দুই অসুরের মস্তক ছেদন করেন। অমৃত তখনও তাদের গলা দিয়ে পাকস্থলীতে প্রবেশ করেনি। অমৃত তখনও তাদের মুখে বর্তমান ছিল। ভগবান যখন তাদের মস্তক ছেদন করলেন, মস্তক তাদের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। এভাবে অমৃত তাদের গলা থেকে ভূমিতে পতিত হয়। (এ কারনেই রাহু এবং কেতুর মস্তক এখন ও জীবিত কিন্তু তাদের দেহ বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল।) এই দুই অসুরের গলা থেকে ভূমিতে পতিত রক্ত মিশ্রিত অমৃত বিন্দু থেকে পেঁয়াজ-রসুনদের উৎপত্তি হয়। অমৃত থেকে উৎপন্ন হবার কারণে পেঁয়াজ-রসুনের কিছু ভেষজ গুণ থাকলেও তা অসুরদের উচ্ছিষ্ট হওয়ার কারণে ভগবানের সেবার জন্য ব্যবহৃত হয় না। সেগুলো বিষ্ণু বা বৈষ্ণবদের জন্য নয়। সন্তগণ তা আহার করেন না, কেননা তাতে অসুরের গুণাবলী মিশ্রিত। ডাক্তার আমাকে বলেছেন যে, যে ব্যক্তি পেঁয়াজ-রসুন খাবে, তার দেহ, অসুরদের দেহের মতো শক্তিশালী হবে এবং একই সাথে, তাদের বুদ্ধিও অসুরদের মতো কলুষিত হবে।

আরেকটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঃ

"একদা, সত্যযুগে ঋষিগণ ব্রহ্মান্ডের মঙ্গলের জন্য গোমেধ এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করছিল। যজ্ঞের বিধি অনুসারে একটি গাভী অথবা ঘোড়াকে খন্ড খন্ড করে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতে দেয়া হত। তারপর ঋষিগণ মন্ত্র উচ্চারণ করে সেই পশুটিকে জীবিত করতেন এবং সুন্দর নবযৌবন সম্পন্ন দেহ দান করতেন। একদা এক ঋষি যখন একটি গোমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করছিলেন, তখন তার পত্নী অন্তঃসত্তা ছিল। তিনি (ঋষিপত্নী) অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হয়েছিলেন এবং তিনি শুনেছিলেন যে, গর্ভধারণকালে যদি কিছু খেতে ইচ্ছা হয় এবং তা যদি পূর্ণ করা না হয় তাহলে জন্মের পর সন্তানের মুখ থেকে সর্বদা লালা বের হবে। অত্যন্ত আশ্চর্যভাবে তিনি মাংস খাওয়ার তীব্র বাসনা অনুভব করেছিলেন। সেজন্য তিনি যজ্ঞে আহুতি দেয়া এক খন্ড গরুর মাংস লুকিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি তা যথাশীঘ্র গলাধকরণ করার

পরিকল্পনা করেছিলেন। সেই সময় ঋষি যজ্ঞ সমাপ্ত করছিলেন এবং গাভীটিকে নবজীবন দানের জন্য সকল মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন। যাহোক, যখন তিনি নবজীবন প্রাপ্ত গাভীকে দেখলেন, তিনি লক্ষ্য করলেন যে, তার বাম অংশে একটি ক্ষুদ্র খন্ড নেই। তিনি ধ্যানমগ্ন হলেন এবং বুঝতে পারলেন যে, যজ্ঞের সময় তার স্ত্রী একখন্ড মাংস নিয়েছেন। এখন তার স্ত্রীও ঘটনাটি অবগত হলেন এবং মাংস খন্ডটি দূরের একটি মাঠে নিক্ষেপ করলেন। ঋষির উচ্চারিত মন্ত্রের প্রভাবে সেই মাংস খন্ডটিও জীবিত হয়েছিল। তখন সেই মাংস খন্ডের হাড় থেকে রসুন এবং মাংস থেকে পেয়াঁজ জন্মেছিল। সে কারণে পেয়াঁজ-রসুন আহার করাকে গোমাংস ভক্ষণের সমতুল্য বলে বিবেচনা করা হয়। সেজন্য কোন বৈষ্ণব ভক্ত এইসব খাবার গ্রহণ করেন না। এগুলো নিরামিষ নয়। তাছাড়া এগুলো তমোগুণী দ্রব্য।

আরেকটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঃ (চন্দ্র বিক্রমাদিত্য-এর অধীনে) বেথুম মণি কর্তৃক পৌরাণিক বিশ্বকোষ থেকে

(কম্ভ রামায়ণ, যুদ্ধ-খন্ড এবং ভাগবত, অষ্টম-স্কন্দ। বৈষ্ণব কবি কম্ভর তামিল ভাষায় কম্ভ রামায়ণ রচনা করেন) ঃ

"পুরাণের বর্ণনা অনুসারে সূর্য গ্রহণ। দেবতা এবং অসুরেরা যৌথভাবে ক্ষীরসাগর মন্থন করেছিল যেখান হতে অমৃত কলস নিয়ে ভগবান ধন্নত্বরি আর্বিভূত হয়েছিলেন। কিন্তু সিংহিকেয় নামে এক মায়াবী অসুর অমৃত-কলস নিয়ে পাতালে চলে গিয়েছিল। কেউই তা দেখেনি কারণ সবাই অন্য দিব্য সামগ্রীসমূহ বন্টনে ব্যস্ত ছিল। মায়াবী অসুরের প্রস্থানের পরেই সবাই লক্ষ্য করল যে, অমৃত-কলস নেই। মহাবিষ্ণু তৎক্ষণাৎ এক সুন্দরী নারীর মূর্তি ধারণ করে কলসটি উদ্ধার করে দেবতাদের দিয়ে ছিলেন। দেবগণ যখন অমৃত পান করতে শুরু করেছিল, মায়াবীসুর, সিংহিকেয় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ ধরে স্বর্গে পৌঁছেছিল, কিছু অমৃত পেয়েছিল এবং তা পান করতে শুরু করেছিল। সূর্য এবং চন্দ্র, যারা ছিলেন দ্বাররক্ষক, তারা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রহস্য দিব্যচক্ষু দ্বারা

অবগত হয়েছিলেন এবং তা মহাবিষ্ণুকে জানিয়ে ছিলেন। বিষ্ণু তাঁর সুদর্শন চক্র দ্বারা ব্রাহ্মণের মস্তক ছেদন করেছিলেন। কিন্তু তার পানকৃত অমৃতের অর্ধেক ছিল মুখে এবং বাকি অর্ধেক ছিল গলায়। সেজন্য মস্তক ও গলা ছেদন করা হলে ও তা জীবিত ছিল। এই দুই অংশ, কালক্রমে রাহু ও কেতুতে পরিণত হয়।

মস্তক ছেদনের পর কয়েক ফোঁটা রক্ত ভূমিতে পড়েছিল এবং তা পেঁয়াজ ও রসুনে পরিণত হয়েছিল। সেজন্য, পেঁয়াজ ও রসুন অসুরদের রক্ত এবং গলা থেকে উদ্ভূ হয়েছে। সেজন্য এসব খাবার জীবকে তমোগুণে নিমজ্জিত করে যা অসুরদের স্বভাব এবং ভক্তির জন্য ক্ষতিকর।

মন নিয়ন্ত্রণ

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই দেখা যায়, পেঁয়াজের কামোদ্দীপক বৈশিষ্ট্যের জন্য এর ব্যবহার প্রচলিত ছিল। প্রাচীন গ্রিস, রোম ও আরবীয় খাদ্য তালিকায় কাম

উদ্দীপণের জন্য পেঁয়াজ ব্যবহৃত হতো। গ্রীস নাগরিকদের কাছে রসুনের গন্ধ আভিজাত্যের বিরেধী। তাই রসুনের গন্ধযুক্ত হলে কাউকে তাদের মন্দিরগুলোতে প্রবেশ করতে দেয়া হতো না। বিভিন্ন বৈদিক শাস্ত্রে কামোদ্দীপক খাদ্য হিসেবে পেঁয়াজের কথা উল্লেখ আছে। প্রকৃতিগতভাবে রসুন ও কামবর্ধক। আমেরিকার এক যৌন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার রবিনসন উল্লেখ করেন "যাদের যৌন ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে গেছে তাদের জন্য রসুন অত্যন্ত কার্যকরী।" বিশেষ করে যারা বয়োবৃদ্ধ হতে চলেছে এবং যৌন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে তাদের জন্য। কিন্তু যারা আধ্যাত্মিক মার্গে উন্নতি সাধনে আগ্রহী তাদের জন্য পেঁয়াজ-রসুন সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য। কারণ তা ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণে এক বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে। গর্ভবতী মায়েদের পেঁয়াজ ও রসুন খেতে নিশেষ করা হয়, কেননা এর ঝাঁঝ কোমলমতি শিশুর জন্য অসহনীয় হয়ে পড়ে।

তাওইষ্ট (তাও ধর্মানুসারে) হাজার হাজার বছর পূর্বে

অনুভব করেছিল যে, এই উত্তেজনকপূর্ণ উপাদানগুলো (পেঁয়াজ-রসুনজাতীয়) মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তারা বর্ণনা করেছেন যে, এ জাতীয় সবজি আহার করার কারণে আমাদের দেহের পাঁচ ক্ষতিসাধিত হয়। যেমন- লিভার, খিটখিটে রোগ, ফুসফুস, কিডনী ও হৃদরোগ। বলেছিলেন যে, এই প্রকার ঝাঁঝালো বা উগ্র খাবারে পাঁচ প্রকার জীবাণু রয়েছে, যার ফলে শ্বাসকষ্ট, দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ, অবস্বাদ, দোদুল্যমানতা বাড়ে এবং উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়।

এলিয়াম পরিবার

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে, স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস এবং দেহের দুর্গন্ধ, উত্তেজনা, দুশ্চিন্তা, উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধির জন্য ঝাল বা উত্তেজক খাবারই দায়ী। এর দ্বারা মানুষের শারীরিক, আবেগীয়, মানসিক এবং পারমার্থিক দিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বৌদ্ধ ধর্মাবলীম্বীরা এলিয়াম পরিবারভূক্ত জীব প্রজাতি আহার করেন না। কারণ তা সাধনার পথে প্রতিবন্ধক। আপনি যদি থাইল্যান্ড,

ভিয়েতনাম, চীন, অথবা জাপানের কোন কট্টর নিরামিষাশী রেস্তোরাতে যান, তাহলে তাদের রান্নায় কোন পেঁয়াজ-রসুন খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম।

রসুন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক এবং ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত

রসুন-পেঁয়াজ শুক্রবর্ধক। আপনি যখন আধ্যাত্মিকতায় অগ্রসর হবেন, আপনি পার্থিব বিষয়াদি থেকে বিরক্ত হবেন। রসুন উত্তেজক বিধায় চীন ও জাপানে বৌদ্ধরা কখনো রসুন গ্রহণ করতেন না। তারা অনুভব করেছিলেন যে রসুন আধ্যাত্মিক ভারসাম্য বিনষ্ট করে। জেন মাষ্টারগণ সর্বদা রসুন বর্জন করতেন।

গ্রীক নাগরিকঘণ দৃঢ়ভাবে রসুন বর্জন করে ছিলেন। যাহোক, অরিষ্টফন খেলায়, ব্যভিচারী প্রবঞ্চক নারীরা যৌণতাকে প্রশ্রয় দেয়ার জন্য রসুন ব্যবহার করত। প্রাক্ রোমান নাগরিকগণ তাদের খাবারে রসুন গ্রহণ করতেন না। তাদের মতে এটি শ্রমিক ও দাসদের খাদ্য, যা তাদের শক্তি এবং সাহস প্রদান করে। রোমান কবি হোরাস (৬৫ থেকে ৮ খ্রিষ্টপূর্ব) রসুন সম্পর্কে তার

রচনায় বলেছিলেন, এটি হেমলক বিষের চেয়েও বিষাক্ত। রসুন সম্পর্কে সর্তকবাণী রয়েছে যে, এটি বুকে উষ্ণতার অনুভূতি বাড়ায় এবং মস্তকে একটি ভারী অনুভূতি সৃষ্টি করে। এটি উদ্বেগ বাড়ায় এবং ব্যাথা তীব্রতর করে। ব্রিটিশেরা যখন ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল তখন তারা লক্ষ্য করেছিল যে, কুষ্ট রোগীরা ক্রমাগত রসুনের খোসা ছিঁড়ছে এবং রসুন খাচ্ছে। সেজন্য তার কুষ্ট রোগকে "Peelgarlic" (রসুন ছেঁড়া) ব্যাধি বলত। হিন্দু এবং ব্রাহ্মণগণ রসুন পেঁয়াজ বর্জন করেন কারণ এগুলো ধ্যান এবং আত্ম-উপলব্ধির উচ্চ আধ্যাত্মিক স্তরে পেঁছানোর ক্ষমতাকে বিনষ্ট করে।

অনেকে পেঁয়াজ-রসুন আহার করেন না কারণ তারা অহিংসা অনুশীলন করেন। তাদের চিন্তা হল তারা যদি পেয়াঁজ-রসুন আহার করেন তাহলে তারা হয়তো সম্ভাব্য জীবকে হত্যা করছে। একটি রসুন থেকে ভবিষ্যতে আরো অনেক রসুন গাছ উৎপন্ন হতে পারে।

পেঁয়াজ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা

পেঁয়াজে জটিল সালফার উপাদান রয়েছে। আপনি যখন কোন পেঁয়াজ কাটেন দুটি রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। প্রথমটি হচ্ছে, একটি ছুবি দিয়ে যখন কোন পেয়াঁজ কাটা হয় তখন তা খুব কটু এক দূর্গন্ধ ছড়ায়। দ্বিতীয়ত, পেঁয়াজ থেকে এক ধরণের তরল সালফার গ্যাস নির্গত হয় যা চোখে জ্বালাপোড়া সৃষ্টি করে এবং চোখ হতে পানি নির্গত হয়। যৌন অঙ্গ সমূহের উপর পেঁয়াজের প্রভাব কেউ অস্বীকার করতে পারে না। পেঁয়াজের দূর্গন্ধ অত্যন্ত বিরক্তিকর। সুপ্রাচীণ কাল থেকে ঊনবিংশ শতাব্দি পর্যন্ত, পেঁয়াজ গরীবদের খাদ্য হিসেবে বিবেচিত হতো। মেসোপটমিয়ার সুপ্রাচীন আইন, হম্মুরবি কোড প্রদর্শন করে যে, তখন রাজা গরীব মানুষদের জন্য প্রতি মাসে রুটি ও পেঁয়াজ রেশন দিতে সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকত। অভিজাত ব্যক্তিদের নিকট পেঁয়াজ যতটা অগ্রহণযোগ্য ছিল, দরিদ্ররা তা সম্পূর্ণ কাঁচা গলাধকরণ করত।

প্রাচীন বিশ্বের পেঁয়াজে দৃশ্যতঃ দ্বৈত মর্যাদা ছিল। মিশরীয়রা মূলতঃ রুটি ও মদ (beer) খেত এবং গরীব লোকেরা তাদের অত্যন্ত সম্মান করত। যাহোক, মিশরের এক ক্ষুদ্র যাজক দলের জন্য পেঁয়াজ গ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল। ভারতে, এমনকি বর্তমানেও ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উচ্চ বর্ণের লোকদের জন্য পেঁয়াজ নিষিদ্ধ। পেঁয়াজের গন্ধের সাথে আমরা পরিচিত। সম্ভবতঃ সে কারণে ভারতে ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উচ্চবর্ণের লোকেরা সেই দুর্গন্ধ সহ্য করতে না পেরে নাক চেপে ধরে। পম্পেই-তে যেসব "নিম্ন শ্রেণীর বিক্রেতারা" পেঁয়াজ বিক্রি করে, তারা ফল ও সবজি বিক্রেতা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

পেঁয়াজের ঝাঁঝালো গন্ধ এবং ভয়ানক শক্তি মানুষের কাছে এক রহস্য ছিল। এ সম্পর্কে প্রাচীন তুরস্কর এক কিংবদন্তী আছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, শয়তানকে যখন স্বর্গ থেকে নিক্ষেপ করা হয়, সে প্রথম যেখানে তাঁর পা রেখেছিল সেখান থেকে রসুন এবং যেখানে সে তাঁর দ্বিতীয় পা রেখেছিল সেখান থেকে পেঁয়াজ উদ্ভুত হয়েছিল।

চিকিৎসা সুবিধাসমূহ

পেঁয়াজ-রসুন যে স্বাস্থ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপকারী সে সম্পর্কে প্রচুর তথ্য রয়েছে। যেমন রক্তচাপ, কোলেষ্টেরোল, এন্টি ব্যাকটেরিয়া, শক্তিহীনতা, গর্ভাবস্থা, ডায়াবেটিস, রক্ত প্রবাহ, বক্ষ ও কাশি, পাকস্থলী সমস্যা, ক্যান্সার, রসুন এবং রন্ধন শিল্প, পশুর ও অন্যান্য জুন্তর, উৎসব, অন্য স্বাস্থ্যকর আহার্যের সাথে গুণ বর্ধক প্রভাব ইত্যাদি। যাহোক, আধ্যাত্মিক জীবন যাপনে প্রত্যাশী ব্যক্তিদের এমনকি উপরোক্ত স্বাস্থ্যগত কারণেও পেঁয়াজ-রসুন গ্রহণ করা উচিত নয়।

রসুন বিষাক্ত-চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুসারে প্রমাণিত

রসুন একটি মস্তিষ্ক বিষ?

GARLIC-TOXICSHOCK! থেকে উদ্ধৃত

(নেক্সাস ম্যাগাজিন, ফেব্রু/মার্চ ২০০১ থেকে পূণঃ মুদ্রিত)

উৎসঃ পদার্থবিদ ড. রবার্ট সি বেক-এর একটি প্রবচণ,

Whole life expo, সিয়াটল, ডব্লিউ এ, ইউ.এস.এ, মার্চ ১৯৯৬.

রসুন এত বিষাক্ত কারণ এর সালপোন হাইড্রোক্সিল আয়ন DMSO (একটি সালফোক্সাইড) এর মতো রক্ত মস্তিষ্কের প্রতিবন্ধক। এটি মস্তিক কোষ (brain cells) এবং উচ্চতর জীবগুলোর জন্য একটি বিশেষ বিষ। আমরা এটি আবিষ্কার করে অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়েছি (বব বিক, DSe) যখন বিশ্বের বৃহত্তম EEG (ইলেকট্রো-এন্সেফলোগ্রাফি) যন্ত্র উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে কাজ করতাম তখন আমি তা আবিষ্কার করি। EEG যন্ত্র ব্যবহার করে আমরা মানুষের রোগের অগ্রগতি উদ্‌যাপন করতাম। তখন আমরা এমন অনেক মানুষকে দেখেছি যারা মধ্যাহ্ন ভোজের পর এসেছিল। EEG অনুসারে তারা ছিল ক্লিনিক্যালী মৃত। "ভাল, কি হয়েছে?" আমি প্রশ্ন করেছিলাম।

"আচ্ছা, আমি এক ইতালিয়ান রেস্তোরায় গিয়েছিলাম এবং সেখানে কয়েকজন রসুন ভোজী আমার স্যালাড

প্রস্তুত করেছিল।" তাই আমরা তাদের থেকে সাক্ষর নিয়েছিলাম যে তারা ক্লাসের পূর্বে রসুন স্পর্শ করবে না। অন্যথায়, তাদের সময়, তাদের অর্থ এবং আমার সময়ই কেবল নষ্ট হবে। মনে হয়.......... আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ বিমান চালক বা পাইলট বা ফ্লাইট টেস্টে আছেন। ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে আমি ডক হলন গ্রুপে ফ্লাইট টেস্ট প্রকৌশলবিদ্যায় ছিলাম। ফ্লাইট সার্জন প্রতি মাসে আসতেন এবং আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন ঃ

বিমান চালানোর ৭২ ঘন্টা পূর্বে রসুন স্পর্শ করতে কোন ভয় করো না, কারণ এটি তোমাদের প্রতিক্রিয়ার সময়কে দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ করবে। তোমরা যদি অল্প কিছু রসুন গ্রহণ না কর তাহলে তোমরা তিণগুণ শ্লথ হবে। ভাল, আমি জানিনা বিশ বছর পর কেন আমি জৈব প্রতিক্রিয়া (biofeedbaek) যন্ত্র নির্মাণ করছিলাম এবং আবিস্কার করেছিলাম যে রসুন সাধারণত মস্তিষ্কের প্রবাহকে বিপরীতমুখী করে। তাই আমি স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়ে একটি গবেষণা চালানোর জন্য

অর্থায়ন করেছিলাম এবং তারা নিশ্চিতভাবে আবিস্কার করল যে, রসুন একটি বিষ। আপনি আপনার পা দিয়ে এক টুকরো রসুনকে ঘর্ষণ করুন এবং কিছু সময় পর তার ঘ্রাণ গ্রহণ করুন। এটি আপনার দেহকে বিষাক্ত করে এবং তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। একারণে DMSO এর গন্ধও অনেকটা রসুনের মতোঃ সালফার হাইড্রোক্সিল আয়ন মস্তিষ্কের কোর্পাস কলোসামসহ সমস্ত বাধা ভেদ করে ছড়িয়ে পড়ে। আপনাদের মধ্যে যারা অর্গানিক (Organic) মালী তারা জানেন যে, আপনি যদি DDT ব্যবহার করতে না চান, তবে কীটপতঙ্গ নিধনের জন্য কেবল রসুনই যথেষ্ট। এখন, বেশিরভাগ লোক জীবনভর শুনেছেন যে, রসুন স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। আমরা এ ধরণের লোকদেরকে সেই সব অজ্ঞ মায়েদের শ্রেণীতে ফেলি যারা শতাব্দীর আবর্তনে তাদের বাচ্চাদের ঘুমিয়ে রাখার জন্য 'মরফিন সালফেট' (এক প্রকার বিষাক্ত মাদক) ক্রয় করবেন। আপনার পরিচিত কোন নিম্ন-মাত্রার মাথা ব্যাথার (attention deficit

disorder-ADD) রোগী থাকে তারা বিকালে কম্পিউটারে মনোনিবেশ করতে পারে না। আপনি কেবল এক কাজ করুন-নিজের উদ্যোগে। এসব লোকদের রসুন থেকে দূরে রাখুন এবং খুব খুব শীঘ্রই তাদের যে কতটা উন্নতি হয় তা লক্ষ্য করুন। এবং তার তিন সপ্তাহ পর তাদের অল্প কিছু রসুন খেতে দিন। তারা বলবে, "হে ভগবান, আমার কোন ধারণাই ছিল না যে এটিই আমাদের সমস্যার কারণ।" অত্যন্ত অপ্রিয় হলেও আমি সত্য বলতে বাধ্য হলাম। রসুন আপনার মন ও মনোযোগকে প্রভাবিত করতে পারে। আপনি যদি মনোযোগও মানসিক পরিপক্কতার সাথে কোন কার্য করতে চান তবে রসুন খাবেন না। যেসব লোক বদমেজাজী অথবা রক্তিম আভাযুক্ত তাদের খুব সাধনতার সাথে রসুন ব্যবহার করা উচিত।

শাস্ত্রীয় প্রমাণ

কূর্ম পুরাণে বলা হয়েছে ঃ "বেগুন, কলাগাছ, অস্মন্তক, রসুন, পেঁয়াজ, টক শস্যাদি, বৃক্ষের রস বর্জন করা উচিত।"

পলাণ্ডুলশুনং শিগ্রুমলং
বুগ্রাঞ্জনং ফলং ভুঙ্কেযোবৈ নরো
ব্রহ্মব্রতম্ চন্দ্রায়নমাচরেৎ

(পদ্ম পুরাণ, ব্রহ্ম-খন্ড ১৯,১০, সূত গোস্বামীর উক্তি)

হে ঋষিগণ, যে ব্যক্তি পেঁয়াজ-রসুন, শিগ্রুং (এক প্রকার গুল্ম), শালগুম, লাউ এবং মাংস ভক্ষণ করে তার চন্দ্রায়ণ ব্রত অনুষ্ঠান করা উচিত।

বেগুন, কলাপাতা, সূর্যমুখী পাতা, রসুন ও পেঁয়াজ খাওয়া উচিত নয়। টক জই-এর মন্ড বা গাছের রস খাওয়া উচিত নয়। শালগম, গাজর, কিংশুক, বিটমূল, বনডুমুর এবং সাদা কুমড়ো পরিহার করা উচিত। কোন ব্রাহ্মণ

যদি এসব আহার করেন তবে তার অধঃপতন হয়।

(হরি ভক্তি বিলাস ৮.১৫৮, ১৫৯, কূর্ম পুরাণ হতে)

(এটি সত্য যে, আমাদের আচার্যগণ উপরে উল্লিখিত কঠোর মান অনুসরণ করেন না কিন্তু তারা পেঁয়াজ-রসুন গ্রহণ না করার নির্দেশ সর্বদা পালন করেন।)

পেঁয়াজ-রসুন খেলে জীব পাপপূর্ণ হয় এবং প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ চন্দ্রায়ণ ব্রত অনুষ্ঠান করা উচিত।

(গরুড় পুরাণ ১.৯৬.৭২)

পেঁয়াজ-রসুন, শূকর, গোপ্ল্যুস (গোবৎসকে দিয়ে দুগ্ধ দোহনের প্রথম দশদিন অতিবাহিত হবার পূর্বে গোদুগ্ধ), তন্ডুলিয় এবং মাশরুম-এসব পরিত্যাজ্য।

(স্কন্দ পুরাণ ৪০.৯)

ব্রতধারী গৃহস্থের মসুর ডাল, বাসী-পঁচা খাবার, বেগুণ, লাউ, নারকেল, রসুন, পেঁয়াজ, মাদক পানীয় এবং সকল প্রকার মাংস পরিহার করা উচিত।

(শিব পুরাণ ৭.১০-১২)

তার উচিত পদ্মবৃন্ত, স্বর্ণ বা রৌপ্য, পেঁয়াজ, রসুন, টক জই-এর মন্ড, চ এক (এক প্রকার মাশরুম), গোদহনের প্রথম সাত দিনে গাভীর চর্বিযুক্ত দুধ, বিলয় (এক বিশেষ দুগ্ধজাত দ্রব্য) এবং মাশরুম পরিহার করা। রসুন, কিংশুক পুষ্প, লাউ, উদুম্বর, আহার করলে ব্রাহ্মণের ও পতন হয়।

(পদ্ম পুরাণ খন্ড ৪২,৪.৫৬.১৯-২৪)

এখন আমি যেই সব দ্রব্যের নাম বলছি শ্রাদ্ধে যেগুলো সর্বদা পরিহার করা উচিত। রসুন, পেঁয়াজ, যব এবং বড়ি খন্ড ও গন্ধ এবং স্বাদবিহীন অন্য দ্রব্যাদি শ্রাদ্ধে বর্জন করা উচিত। এর কারণ নিম্নরূপ :

পূর্বে দেবতা ও দানবদের যুদ্ধে, বলি দেবতাদের দ্বারা পরাজিত হয়েছিল। তার ক্ষত থেকে রক্ত বিন্দু নির্গত হয়েছিল এবং তা থেকে এসব দ্রব্যাদি জাত হয়েছিল। সেজন্য এসব দ্রব্য শ্রাদ্ধে পরিহার করা হয়।

(বরাহ পুরাণ ১৬.১১-১৫)

পেঁয়াজ, রসুন, মাশরুম এবং অশুদ্ধ দ্রব্যজাত সবকিছু দ্বিজদের আহারের অযোগ্য।

(মনুসংহিতা ৫.৫)

যে ব্রাহ্মণ জেনে শুনে মাশুরুম, শূকর, পেঁয়াজ-রসুন, মোরগ খায় সে বর্ণচ্যুত হয়।(মনু-সংহিতা ৫.১৯)

অনুগ্রহ করে জপ করুণ --------

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম
রাম রাম হরে হরে॥

.............এবং সুখী হোন।

হরে কৃষ্ণ

আপনার নিকট বিনীত অনুরোধ রইল
এই অমূল্য গ্রন্থটি ইসকনের যে কোনো
মন্দির থেকে সংগ্রহ করার।

অনুরোধ ক্রমে আপনাদের দাস
সঙ্কর্ষণ-প্রিয় দাস
sankarsanpriyadas@gmail.com